Faculty Name: Dr. Saroj K. Ghosh

Title of Paper: Breeding of fish

যৌনতার বিষয়-আশয়

সম্পাদনা

দেবব্রত বিশ্বাস

বাঙলার মুখ

বাঙলার মুখ

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ; জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রি:;১৯৪০ শকাব্দ

প্রকাশক

বাঙলার মুখ প্রকাশন, ২১/১এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

© সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশকের ও সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা আইনত দণ্ডনীয়। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুখ্য প্রাপ্তিস্থান

বইওয়ালার বই-আপণ, ২১/১এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

যোগাযোগ

শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ বইওয়ালা প্রদীপকুমার চক্রবর্তী/ পরিচালক : বাঙলার মুখ প্রকাশন
৯১৬৩৬৩২৭৭৭/ ৯০৫১৮১৩২১৫/ e-mail : banglardip2009@gmail. com.

প্রচ্ছদ : মৃণালকান্তি দাস

বাঙলার মুখ প্রকাশন কর্তৃক, ২১/১এ, পটুয়াটোলা লেন,কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত ও জয়শ্রী প্রেস , ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত। বর্ণবিন্যাস : 'কসমিক প্রিন্ট-ও-স্ক্রিপ্ট'-এর পক্ষে সুশান্ত মহাপাত্র।

পাঁচশো টাকা

Jounatar Bishoy-ashoy
Edited by : Debabrata Biswas.
Rs. 500.00 INR ❑ Published by Banlgar Mukh
ISBN : 978-93-84108-14-4

মাছের প্রজনন

সুপ্রিয় রায় ও সরোজ কুমার ঘোষ

"তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও"—এই আক্ষেপ যেন প্রতিটি জীবকে তার নিজস্বতা ও মৃত্যুর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অংশগ্রহণে বাধ্য করে। প্রতিটি জীব মরণশীল। কিন্তু মৃত্যুজয়ের সুপ্ত বীজ যেন প্রোথিত আছে প্রতিটি জীবের এক বিশেষ ঘটনায়। ঘটনাটি জনন, তথা পূর্ববর্তী জীব থেকে নতুন জীবের সৃষ্টি। জীব তার সমবায়ব নতুন জীব সৃষ্টি করতে পারে। অভিব্যক্তির প্রথম ধাপে যে সমস্ত জীব বিচরণ করে তারা খুব সহজভাবে একটি কোষ থেকে আর একটি কোষের জন্ম দিতে সক্ষম কিন্তু মাছ হল ভার্ট্রিব্রাটা পর্বভুক্ত প্রাণী, এদের জনন প্রক্রিয়া অযৌন জনন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না বরং যৌনজননের মাধ্যমে তারা নিজ প্রজাতির সংখ্যা বিস্তার করে। একটি জীব তার যে সন্তান সন্ততিদের পৃথিবীতে রেখে যায় তার মৃত্যুর পরে ওই সন্তান সন্ততিদের দেহে অবস্থান করে তারই পাঠানো কোষ। ব্যাপারটি যদি আমরা মাছের যৌনজনন নিয়ে পর্যালোচনা করি তাহলে এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় দুটি সঙ্গীর প্রয়োজন, একজন পুরুষ অপরজন স্ত্রী।

মাছেরা যৌন-পরিণতি অর্জন করে নানা বয়সে। সাধারণত ১-৩ বছরের মধ্যে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন মাছের প্রজনন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়। আমাদের দেশে কার্প জাতীয় মাছগুলি বর্ষাকালে বংশবৃদ্ধি করে। আবার তিলাপিয়া মাছের প্রজননের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ঋতুর প্রয়োজন হয় না। এরা সারা বছর ধরে প্রজনন করতে পারে। চিতল, ফলুই, কই এবং বিভিন্ন ক্যাট ফিসগুলিও জুন-আগস্টে ডিম পাড়ে। কিন্তু বানমাছ ডিম দেয় ১০-১১ বছরে, জীবদ্দশাতে একবারই প্রজনন করে এবং মারা যায়।

পুরুষের দেহে অবস্থিত শুক্রাশয়ে বিভিন্ন প্রকার কোষ থাকে যথা—স্পার্মাটোগোনিয়াম, প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট, সেকেন্ডারি স্পার্মাটোগাইট, স্পার্মাটিড এবং স্পার্মাটোজোয়া। এই কোষগুলি কিন্তু শুক্রাশয়ে একই সময়ে পরিণতি লাভ করে